দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 14 JUL 2005 ...
পৃষ্ঠা ... 12 কলাম ... 7 ...

বাংলার প্রথম সরকারী স্কুল

স্কুলের গেটের সাথে লাগোয়া ট্যাম্পু স্ট্যাণ্ডটি বড় সমস্যা আমাদের জন্য। ট্যাম্পুর আওয়াজে যেমন ক্লাস নিতে অসুবিধা তেমনি ছাত্রদের স্কুলে যাতায়াতে প্রচণ্ড সমস্যা পোহাতে হয়। তাছাড়া পুরোনো বিল্ডিংটির সংস্কারের চেয়ে নতুন করে নির্মাণের প্রয়োজন। আমাদের স্কুলে ছাত্রদের জন্য নেই কোন খেলার মাঠ। এ সকল সমস্যার কথা বলছিলেন ভারতবর্ষের অন্যতম প্রাচীন ও ঐতিহ্যবাহী স্কুল ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলের বর্তমান প্রধান শিক্ষক মোঃ আনোয়ার হোসেন। চার বছর যাবৎ স্কুলের দায়িত্বে নিয়োজিত প্রধান শিক্ষক আরও বলেন, আমাদের এ সকল সমস্যার কথা কর্তৃপক্ষের কাছে বেশ কয়েকবার জানানো হয়েছে। কিন্তু তেমন কোন প্রতিকার হয়নি।

ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল সমগ্র বাংলার প্রথম সরকারী স্কুল। এর অতীত যেমন গৌরবময় তেমন বর্ণাঢ্য। বর্তমানেও এর সুখ্যাতি কম নয়। বহু দেশবরেণ্য ও বিশ্ববরেণ্য ব্যক্তিবর্গের এই বিদ্যাপীঠের অতীত ও বর্তমানের কিছু দিক তুলে ধরা হলোঃ প্রতিষ্ঠা ও প্রতিষ্ঠাতাঃ

১৮৩৫ সালে জেনারেল কমিটি অফ পাবলিক ইনস্ট্রাকশন প্রস্তাব করেছিল প্রেসিডেন্সি বিভাগের প্রধান প্রধান শহরে যেমন-ঢাকা, পাবনা প্রভৃতিতে ইংরেজী সাহিত্য, বিজ্ঞান, পড়ার জন্য স্কুল খোলা উচিত। ২৪ জুন ১৮৩৫ সালে সরকার এই প্রস্তাবে সম্মতি দেন। এরই ফলশ্রুতিতে স্কুল স্থাপনের জন্য মি.রিজ ও পার্বতীচরণ ঢাকায় আসেন এবং মি.রিজ ১৫ জুলাই ১৮৩৫ এ "ইংলিশ সেমিনারী" নামে স্কুলটি প্রতিষ্ঠা করেন। তিনিই ছিলেন স্কুলের প্রথম হেডমাস্টার। ১৮৪১ সালে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুলকে ভিত্তি করে গড়ে উঠে ঢাকা কলেজ। নতুন ভবনের নীচতলায় স্কুল আর উপর তলায় কলেজ হতো। "রাজ চন্দ্র হিন্দু হোস্টেল" নামে একটি ছাত্রাবাস ছিল তখন।

বরেণ্য ছাত্রঃ নওয়াব সালমুল্লাহর পিতামহ নওয়াব আব্দুল গনি ছিলেন বিদ্যালয়ের প্রথম প্রবেশিকা পরীক্ষার্থীদের মধ্যে অন্যতম। বিজ্ঞানি মেঘনাথ সাহা, সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু, মনিষী ডাঃ রমেশ চন্দ্র মুজমদার, স্পিকার আব্দুল হামিদ চৌধুরী, এস,কে, ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ব্রজসুন্দর মিত্র, আর্মেনীয় জমিদার হার্নি ও পোগজ প্রমুখ ছিলেন বিদ্যালয়ের ছাত্র। বর্তমানে আলোকিতজনদের ভিতর রয়েছেন আসিফ আলী হিসাব মহা নিয়ন্ত্রক গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। ডাঃ এ.এম সফিকুল আলম অধ্যাপক রসায়ন বিভাগ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, মনজুরুল আহসান খান বর্তমানে বাংলাদেশ কমিউনিষ্ট পার্টির সভাপতি। প্রফেসর ড. খলিলুর রহমান প্রোভাইস চ্যান্সেলর জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রমুখসহ আরও অনেক গুণী জন। কলেজিয়েট স্কুলের ছাত্রদের কৃতিত্ব কিংবদন্তী এই স্কুলের তথা সমগ্র বাংলার সফল প্রধান শিক্ষক ছিলেন বাবু রতন মণি গুপ্ত। তাঁর কার্যকালে ১৮৮৮-১৮৯৬ সালের ভিতর নয়বার অনুষ্ঠিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় ঢাকা কলেজিয়েট

বিজ্ঞানী মেঘনাথ সাহা, সাহিত্যিক বুদ্ধদেব বসু, মনিষী ডাঃ রমেশ চন্দ্র মুজমদার, স্পিকার আব্দুল হামিদ চৌধুরী, এস,কে, ঢাকা ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা ব্রজসুন্দর মিত্র, আর্মেনীয় জমিদার হার্নি ও পোগজ প্রমুখ ছিলেন বিদ্যালয়ের ছাত্র।

স্কুল বঙ্গ, বিহার ও আসামের মধ্যে পর পর আটবার প্রথম স্থান অধিকার করে। পরবর্তী বছর যখন প্রথম স্থান অধিকার ব্যর্থ হয় তখন তিনি দায়িত্বে ইস্তফা দিয়ে অসাধারণ ব্যক্তিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। এখানেই শেষ নয়। স্কুলটি ১৯২১ সালে ঢাকা বোর্ডের সদস্যভুক্ত হয় আর তার পর পর তিন বছরই বোর্ড পরীক্ষায় ১ম ২য় ও ৩য় স্থানটি স্কুলের জন্য বাঁধা হয়ে যায়। এ সকল গৌরবের মূলে সুযোগ্য শিক্ষকমণ্ডলীর সাথে সাথে এক সমৃদ্ধ লাইব্রেরির অবদান কম ছিল না। ইতিহাস, ভূ-গোল, বিজ্ঞান, অর্থশাস্ত্র, ধর্মগ্রন্থ, অংকশাস্ত্র, ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্য, জীবনী, বাগান করা, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ও খেলাধুলা বিষয়ক বহু মূল্যবান বই স্থান পেয়েছে এই লাইব্রেরিতে। সে সময় প্রাক্তন ছাত্রদের একটি সংগঠন ছাড়াও ছিল তিনটি খেলার মাঠ।

বর্তমানঃ বর্তমানে প্রভাতি আর দিবা শাখায় বাইশশ' ছাত্রের জন্য রয়েছে তেপান্ন জন শিক্ষক। এই স্কুলের ছাত্রদের সুখ্যাতি এখনও কিছু কম নয়। পাসের হার প্রায় প্রতিবছরই ৮৫%-৯৫% এর মধ্যে থাকে। গত বছর বারজন ছাত্র জিপিএ-৫ পায়। অষ্টম শ্রেণীতে আট আর পঞ্চম শ্রেণীতে চারজন বৃত্তি পায়। মূল্যবান বইয়ে সমৃদ্ধ লাইব্রেরিটি অনেক কাল বন্ধ থাকার পর এক বছর হলো খোলা হয়েছে। দশম শ্রেণীর ছাত্র সুজন সরকার আর তার সহপাঠিরা জানান, স্কুল জীবন শেষের দিকে এসে জানলাম আমাদের একটা বহু দুষ্পাপ্য বই সমৃদ্ধ লাইব্রেরি আছে। এ সম্পর্কে প্রধান শিক্ষক বলেন, এখন থেকে নিয়মিতভাবে লাইব্রেরি ব্যবহারের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং তা চলবে। লাইব্রেরি স্যার জানান, ছাত্রদের পড়ার আগ্রহ অনেক।

নোটিস বোর্ডে ছাত্রদের তৈরী দেয়াল পত্রিকা শোভা পেলেও, অনেক ছাত্রদের দেয়াল পত্রিকা কি তা জানা নেই। দু'-তিন বছর পরপর স্কুল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হয়। স্কুলে প্রতিবছর একটা পুরস্কার বিতরণ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয় যেখানে সংস্কৃত কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করা ছাড়াও বার্ষিক পরীক্ষায় মেধা তালিকায় অবস্থান করা ছাত্ররা পুরস্কৃত হয়। স্কুলে রবীন্দ্র নজরুল জয়ন্তী যেমন করা হয় না, তেমন জাতীয় দিবসেও কোন অনুষ্ঠান হয় না। প্রধান শিক্ষক এ ব্যাপারে বলেন, সময়ের অভাবে আমরা এ সকল অনুষ্ঠান করতে পারি না। তবে আমাদের যে কোন অনুষ্ঠানে ডাকা হলে আমরা তাতে অংশগ্রহণ করি। আমার ছাত্ররা খেলার মাঠ না থাকা সত্ত্বেও আন্তঃস্কুল ও থানা পর্যায়ে সকল প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পুরস্কৃত হয়। এক শক্তিশালী স্কাউট ও বিএনসিসি ছাড়াও আমার স্কুলে রয়েছে একটি ডিভেটিং ক্লাব। টেলিভিশন, বিশ্ববিদ্যালয়, শিশু একাডেমি এবং প্রথম আলো প্রভৃতিতে অনুষ্ঠিত যেকোন তর্কযুদ্ধে আমার ছাত্ররা সতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ করে এবং পুরস্কৃত হয় বলে জানান, প্রবীণ শিক্ষক, ছাত্ররাও তাদের বিভিন্ন পুরস্কারের কথা উল্লেখ করে। মাঠ না থাকায়ও কলেজিয়েট স্কুল কোন অংশে পিছিয়ে নেই। পোগজ স্কুল মুসলিম স্কুল ও জগন্নাথ কলেজ মাঠে চলে। খেলা তাদের খেলার জন্য কোন প্রশিক্ষকও নেই। তারপর স্কুলের ছাত্র ফয়সাল আহমেদ ক্রিকেট বোর্ড থেকে অনূর্ধ্ব ১৭ বাছাই পর্বে বাছাই হয়ে দ্বিতীয় বিভাগে খেলার সুযোগ পায়। সমস্যা পড়াশুনা ও খেলাধুলা আর বিভিন্ন কার্যক্রম চলছে কলেজিয়েট স্কুলের এগিয়ে চলা।

❑ রাবেয়া বেবী